53

তারিখ 08 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষাঙ্গনে

অবহেলিত ফোরকানিয়া মাদ্রাসাসমূহ রক্ষা করুন

৮৫% মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে/ পাড়ায় ২/১টি করে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা রয়েছে। মুসলমান শিশু সন্তানদের জন্য এইসব মাদ্রাসাই হচ্ছে শিক্ষার মূল ভিত্তি বা প্রথম সিঁড়ি। এখান থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে সন্তানরা পবিত্র কোরআন ও ইসলামের বিধি-বিধান। শিক্ষার আলোর সূচনা হয় এখান থেকেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কোরআন শিক্ষার মূল কেন্দ্র এইসব প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে। সকাল বেলায় দেশের অবোধ সন্তানগণ যেন এসব প্রতিষ্ঠানে যেতে না পারে তজ্জন্য বিভিন্ন এনজিও ফ্রি মর্নিং স্কুল, কেজি স্কুল ইত্যাদির ব্যবস্থা করে কোরআন শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হচ্ছে। অপরদিকে সররকারের খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর ফলে মক্তবে পড়ুয়া অবোধ শিশুরা খাদ্যের (গম) জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। ফলে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এ দেশের সরকার মুসলমান। কোরআনের প্রদীপ অর্নিবাণ রাখার জন্য সরকারের উচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ফোরকানিয়া মাদ্রাসাসমূহকেও সর্বাত্মক সাহায্যসহ "খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর" অন্তর্ভুক্ত করা। তবেই সরকারের প্রতিপত্তি বিকশিত হবে। সার্থক হবে জনপ্রিয় শ্লোগান "আল কোরানের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো"। বিষয়টির প্রতি তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—হাফেজ মুহাম্মদ রফিক উল্লাহ,
বগাচতর সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা,
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।